

শ্রীগৌরাস্ত-লীলাসার ।



শ্রীমত্যাচরণ চন্দ্র কর্তৃক প্রণীত ।

শ্রীতড়িংকান্তি বিশ্বাস দ্বারা পত্রিকা-প্রেসে মুদ্রিত ও প্রকাশিত ।

১৯২০ নং বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ।

মূল্য দুই আনা

উৎসর্গ-পত্র ।

যে মহাপুরুষের কুপায় বিচিত্রতাপূর্ণ এই বিশাল জগৎ অব-
লোকন ও শিক্ষারূপ মহারত্ন লাভ করিয়াছি, যিনি সামান্য বাঙ্গালা
ভাষা মাত্র অধ্যয়ন করিয়া বহু মহৎ কার্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন,
যিনি পরিবারস্থ ভৃত্যগণের পীড়া হইল, তাহাদিগকে সরকারী-
চিকিৎসালয়ে প্রেরণ করিবার উপদেশ সত্ত্বেও কদাচ তথায় প্রেরণ
করিতেন না, অধিকন্তু স্বহস্তে তাহাদের স্তত্রাষা করিতেন, যিনি
স্বর্গীয় মহাকবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অতি বিশ্বস্ত
কর্মচারিরূপে আজীবন কালযাপন করিয়াছিলেন, যিনি উক্ত কবি-
বর অন্ধ হওয়ার পর হইতে অঙ্গরোধ সত্ত্বেও আদৌ বেতন গ্রহণ
না করিয়া পূর্ববৎ তাহার সমুদয় কার্যই করিতেন, যিনি স্বজাতির
উন্নতির জন্ত অভাবসত্ত্বেও বহু অর্থব্যয় করিতেন, যিনি ৬৭ বৎসর
বয়সে সন ১৩১১ সালের কার্তিক কৃষ্ণ পঞ্চমীতে বেলা দুইটার
সময় অর্জুনীস্থ ভবনে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, সেই অর্চিত-
চরণ স্বর্গীয় পিতৃদেব ৬ হরিপ্রসাদ চন্দ্র মহাশয়ের উদ্দেশে তাহার
অধম সন্তানের এই প্রথম উদ্যমফল আন্তরিক ভক্তি সহকারে
উৎসর্গ করা হইল ।

অবতরণিকা।

বিহঙ্গবদনে সুমধুর ভগবন্ময় শ্রবণ গ্রীষ্ম এদেশে অভিনব নহে।
বিহঙ্গের বোধশক্তি থাকুক বা না থাকুক ভক্ত সে দিকে দৃষ্টিপাত
করেন না। তিনি বিহঙ্গমুখ-মিঃসারিত সেই নামরূপ অমৃতদ্রব
পান করিয়া জীবন সকল জ্ঞান করেন। এই দীন লেখক ভগবৎ-
প্রেম বিষয়ে খেচর অপেক্ষাও অধম। তথাপি তাঁহার স্বল্প জীবন
কালের মধ্যে তিনি যে সকল দেবভাবানভিজ্ঞ প্রেমিক-প্রেমিকার
সাক্ষ্য ভক্তিগ্রন্থাধায়ন নিরীক্ষণ করিয়াছেন, সেই সকল মহাত্মার
আনন্দার্ণবে অভিনব তরঙ্গ উৎপাদন করিবার বলবত্তী বাসনা
হওয়ায় শ্রীল ভক্তিবিনোদাখ্য মহাপ্রেমিক ও পূজ্য সতীর্থবরের মূল
গ্রন্থের অনুবাদভাস রচনার এই উদ্যম এই দীনকে করিতে
হইয়াছে। এতদ্বারা প্রস্তুত ভাবুকগণের কিস্কিমাত্রও আনন্দ
লাভ হইলে শ্রম মার্থক জ্ঞান করিব।

উক্ত সতীর্থ মহাশয় এই অনুবাদ প্রকাশ করিবার অনুমতি
দিয়া এই দীনকে চিরস্মৃতি করিয়াছেন। এই পুস্তিকার
আয়ের অর্দ্ধাংশ এই দীনেশ্বর স্মরণার্থকল্প গুরুদেব শ্রীল বিপিন
বিহারি গোস্বামিপ্রভুপাদের শ্রীচরণ সেবায় হস্ত হইল।

৮১নং ডায়মণ্ডহারবার রোড, খিদিরপুর, } শ্রীসত্যচরণচন্দ্র বি এল,
গৌরান্দ ৪২৪, ৫ই ফাল্গুন। } হাইকোর্টের উকিল।

শ্রীগোবিন্দ-লীলাসার

বন্দেহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত পদকমলং শ্রীগুগ্গন বৈষ্ণবাং ৬ ।
শ্রীরূপং সাগজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্ ॥
সাদৈতং সাবধুতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং ।
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণ ললিতা শ্রীবিশাখান্বিতাং ৮ ॥
বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যং কলিকল্যাণনাশনং ।
কাকণ্যপ্রভাবাদ্ যত্রাদীরোহপি সূদীরো ভবেৎ ॥

শ্রীগুরু গোবিন্দ ভক্ত করিয়া স্মরণ ।
তাহাদের পদে নমি করিয়া যতন ॥
মুক লভে বাচালতা, পঙ্ক লভে গিরি ।
যার করুণায়, তাঁরে প্রণিপাত করি ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ সহাদৈত ।
চরণ বন্দনা করি হইয়া সংযত ॥
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন ভট্ট রঘুনাথ ।
শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
ছয় গোস্বামীর পদ করিয়া স্মরণ ।
শির লুটাইয়া নমি দিয়া তহু মন ॥
কোথা প্রভুগণ ! কৃপাকণা মাগে দাস ।
সবে মিলি পূর্ণ কর কাসালের আশ ॥
জয় প্রভু রঘুবীরচন্দ্র জয় জয় ।
কুলদেব এ সময়ে হউন সদয় ॥

চৈতন্যচরণ চিন্তি চিন্তে নিরন্তর ।
 তাঁর লীলা স্মরণার্থ শোক চৌদাক্ষর ॥
 রচিতে বাসনা মূল দেবভাষা হ'তেণ
 শক্তিদান কর সবে সেবকের চিতে ॥
 কোথা গুরুদেব মম প্রশান্ত মূর্তি ।
 অশক্তি সর্কারি দেও রচনা-শক্তি ॥
 শ্রীগোরাঙ্গলীলা পয়োবৎ অমধুর ।
 ভকতিবিনোদ দত্ত অতি সুচতুর ॥
 গোপরূপে তাহা হ'তে হবি উদ্ধারিল ।
 স্মরণ মঙ্গল স্তোত্র তাহে উপজিল ॥
 দ্রুত পরমাযুগের প্রাচীন বচন ।
 বৈষ্ণবের আয়ুঃ এই স্তোত্র অধ্যয়ন ॥
 ভক্তি বৃদ্ধি করি' গৌরে মতি দৃঢ় করে ।
 স্মরণ মঙ্গল হেন যে জন না পড়ে ॥
 ক্ষীণ মানবায় লভি' সংক্ষিপ্ত ভজন ।
 অবশ্য কর্তব্য, জ্ঞাত নহে সেই জন ॥
 সুরবাণী অনভিজ্ঞ গোড়জন লাগি' ।
 বঙ্গীয় ভাষায় রচি সর্ব রূপা মাগি' ॥
 ভাষান্তরে ভাষান্তর পড়ে হয় বলে ।
 ছন্দ মিল হয় নাই কোন কোন স্থলে ॥
 সাধু ভকতের ঠাঞি বিনীত প্রার্থনা ।
 অপটু জনার গ্রহে আছে দোষ নানা ॥
 কিন্তু গোরাগুণ গান যে-সে মতে হয় ।
 অমিত্রতা আদি দোষ তাতে গণ্য নয় ॥

এইরূপ 'ভাবি' স্থবী এই অকৃতীরে ।
 ক্ষমিবেন অধ্যয়ন করিয়া সাদরে ॥
 এতাদৃশ ভরসার দৃঢ় করি মন ।
 হ'লেও অসাধ্য করিলাম করাপণ ॥
 পতঙ্গ বিহঙ্গ বলি কহু গণ্য নয় ।
 কবিত্বে তদ্রূপ এই মন্দবী নিশ্চয় ॥
 তথাপি মঙ্গল নাম লইবার তরে ।
 ফলাকাজ্ঞা ত্যজি যত্ন দান সত্য করে ॥
 কাথা প্রভু দরামর গুরদেব মম ।
 এক্স সেবকের এবে নাশ ঘোর তমঃ ॥
 জ্ঞানালোকে দীপ্ত কর হৃদয়ভাণ্ডার ।
 গুঞ্জিয়া সার্থক শব্দ করি ব্যবহার ॥
 রূপ সনাতন ভট্টযুগ জীব দাস ।
 কৃপা করি' কিঙ্করের পুরাও প্রয়াস ॥
 সাক্ষাৎ দেবতা বন্দি' জননী জনক :
 শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাসার রচিছে সেবক ॥

(১)

রাহ কবলিত শশধর জ্যোতির্ময় ।
 ফাঁস্তুনী পূর্ণিমাযোগে প্রদোষ সময় ॥
 চৌদ্দ শত সাত শকে গোঁড়ে নায়াপুরে ।
 জনমেন যিনি শচী উদর-সাগরে ॥
 আরি সেই গৌর-বিরূ মিশের তনয় ।
 চিৎশক্তি বিকাশিত তহু প্রেমময় ॥

(২)

আখ্যাবর্ত-শির শোভা মুকুটের মত ।
 ভারতভিতরে গৌড় রাজ্য বিরাজিত ।
 হেন গৌড়বাসিজন করিয়া আদর ।
 মহাপ্রভু গৌরহরি, মিশ্র বিশ্বস্তর ॥
 নিমেশ, নিমাই, দ্বিজ গৌরচন্দ্র আর ।
 রাখিয়াছে নাম বার বিবিধ প্রকার ॥
 বিশ্বপ্রেমপরায়ণ সে কলিপাবন ॥
 শ্রীগৌর-চরিত্র-সুধা পান কর মন ॥

(৩)

আশ্বাদিতে প্রেমাত্ম নিজ সুখকরী ।
 শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করি' ॥
 শৈশবেতে মিশ্রাবাসে বাল্যখেলা ল'য়ে ।
 করিতেন প্রমোদিতা পল্লীনারীচয়ে ॥
 অঙ্গনেতে ক্রীড়ারত যেই কনকাস ।
 সেই গৌর-পদানুজ বন্দ মনোভঙ্গ ॥

(৪)

গৃহাঙ্গনে উপাগত কলি বিষধর ।
 সর্পাকার অনন্তরে যেই বিশ্বস্তর ॥
 করিয়া আসন, বসি' তাহার উপরে ।
 পরিজন বাক্যে পুন ত্যজিলেন তারে ॥
 অনন্তে আসীন সেই গৌরা-নারায়ণে ।
 প্রণিপাত করে দাস কায়বাক্যমনে ॥

(৫)

শৈশবে রোদিন কালে শুনে হরিনাম ।
 হইতেন শাস্ত যেই গৌরা গুণধাম ॥
 মহিলাবৃন্দের যাহে হরিনাম গান ।
 অবলীলাক্রমে নিত্য হ'ত অনুষ্ঠান ॥
 বর্ণিলেন যিনি প্রিয় জননী-চরণে ।
 সুবিমল জ্ঞানযোগ মৃত্তিকা-ভঞ্জে ॥
 কলিকলুষারি সেই নাম গানাত্মর ।
 বন্দি শ্রীগৌরাঙ্গশরী প্রেমমুখামর ॥

(৬)

পোগণ্ড প্রারম্ভে দ্বিজ গৃহে গৃহে গিয়া ।
 নানাবিধ চপলতা সদা প্রকাশিয়া ॥
 বিদ্যারম্ভে গঙ্গানানে শিশুগণ সহ ।
 দ্বিজগাত্রে বারিক্লেপ করি' অহরহ ॥
 করিতেন উদ্বেজিত যেই গৌরহরি ।
 চকল কোঁতুক প্রিয় সে প্রভুরে গরি ॥

(৭)

বৎ তীর্থ ভ্রমি' কৌন দ্বিজ সমাগত ।
 গাংক করি অন্ত, কৈলে দেবে নিবেদিত ॥
 দুইবার অন্ত তার করিয়া গ্রহণ ।
 শেষে তাঁরে তত্ত্ব যিনি করেন জ্ঞাপন ॥
 পরে, দুই চৌর ধারে করিলে হরণ ।
 কাঁধে চড়ি' বহু ছলনে করেন মোহন ॥

শিষ্টের পালকে রত হুষ্টের দমন ।
শ্রীগোরাঙ্গ-রাম বন্দী হ'য়ে এক মন ॥

(৮)

শিবভক্ত ভিক্ত পৃষ্ঠে করি' আরোহণ ।
রুদ্রগুণ-অনুবাদ করিয়া কীর্তন ॥
মহানন্দভরে মত্ত হইলেন যিনি ।
প্রণমি সে ভক্ত ভক্ত-পদসরোজিনী ॥

(৯)

লইয়া লক্ষীর প্রেম-প্রদত্ত সুধার ।
শুভবরে তাঁরে যিনি করিলেন ধৃত ॥
পাঠশালা-প্রত্যাগত যেই প্রিয়ধন ।
মসীচিহ্নে তুষিতেন স্বজনের মন ॥
পরম রসিক সেই চিতচোরা গোরা ।
স্মরি সদা হ'য়ে তাঁর গুণে আনন্দহারা ॥

(১০)

উচ্ছিষ্ট ভাণ্ডেতে বসি' যেই চাকরকায় ।
অনুভব জ্ঞানযোগ অর্পিলেন মায় ॥
পরতত্ত্ব অদ্বৈতবাদীর উপাসিত ।
প্রণমি সে গৌরচন্দ্রে হ'য়ে অবহিত ॥

(১১)

নিজ লোষ্ট্রে মাতৃহুঃখ করি' বিলোকন ।
যে শিশু করেন তাঁরে তথনি অর্পণ ॥
বাৎসল্য ভাবেতে শুভ নারিকেলদ্বয় ।
মিত্য নমি মাতৃভক্ত সেই মহাশয় ॥

(୧୨) •

ଅଗ୍ରଜ ତାଞ୍ଜିଲେ ଗୃହ ସନ୍ଧ୍ୟାସକାରଣ ।
 ବ୍ୟୁଥିତ ଜନକେ ଶୀଘ୍ର କରେନ ତୋଷଣ ॥
 ପିତୃ-ପରଲୋକେ ଯିନି ନିଦାରୁଣ ଶୋକେ ।
 ଯନ୍ତ୍ରର ବଚନେ ତୁଷିଲେନ ଜନନୀକେ ॥•
 ପରମ ହୁଏର ଧନି ସେହି ଗାତ୍ରତତ୍ତ୍ୱ ।
 ଗୌରେ ଯାରି ହ'ସେ ତାର ପଦେ ଅନୁରକ୍ତ ॥

(୧୩)

ଗୟାବାସେ ଦ୍ୱିଜଗଣେ ହିୟା ବେଷ୍ଟିତ ।
 ସେହି ଗୌରହରି ସର୍ବ ସ୍ୱର-ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣିତ ॥
 ନିଜ ଶୁଭ ପୁରୀମୁଖେ ଯନ୍ତ୍ର ଦଶାଙ୍କୁର ।
 ଲାଭ କରି' ଆସି ପୁନଃ ଗୌଡ଼େର ଭିତର ॥
 ସମାପ୍ତି ବିକୃତିହୁଲେ କରେନ ପ୍ରଚାର ।
 ଗାତ୍ର ତତ୍ତ୍ୱ ସମୁଦାୟ ଅତି ଚମତ୍କାର ॥
 ତତ୍ତ୍ୱରୂପଧାରୀ ସେହି ନବରସପର ।
 ଶ୍ରୀଗୌରାଙ୍ଗଟାଦ ଚିନ୍ତା କରି ନିରନ୍ତର ॥

(୧୪)

ପୁତ୍ର ବିପ୍ର ଚରଣ ଉଦକ କରି' ପାନ ।
 •ହିଲେନ ନିରାମୟ ସେହି ଭକ୍ତପ୍ରାଣ ॥
 ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ-ଆଚରଣ-ପାଳନ-କାରଣ ।
 ସେହି ପ୍ରିୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାରି ଅନୁକ୍ଷଣ ॥

(୧୫)

ବଲ୍ଲଭ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହା ବିବାହ କରିয়া ।
 ଗୃହ-ସଙ୍ଗେ ତରେ ପୁରୀ-ଆକାଶେ ଯାହିয়া ॥

শাস্ত্রবৃত্তি যেই গৌর করেন অর্জন ।
 বিদ্যালাপে বহু ধন করিয়া যতন ॥
 ধর্মের-মুরতিবর গৃহী সে গৌরঙ্গ ।
 পদাসুজ স্মরিতেছে মম মনোভঙ্গ ॥

(১৬)

সুজন তপনমিশ্রে পাঠাইয়া কাশী ।
 আপনি শ্রীনবদীপে পালটিয়া আসি ॥
 ‘সকলি মোহের ফল কেবা কার জায়া ।’
 আদি প্রিয় তত্ত্ব-বাক্যে মায়ে প্রবোধিয়া
 লক্ষ্মীর বিরহ-শোক-তপ্ত জননীরে ।
 সান্ত্বনা করেন যিনি বিবিধ প্রকারে ॥
 বিরতি-সুখদ সেই শাস্তমূর্তি গৌরে ।
 স্মরিতে স্মরিতে দীন ভাসে অশ্রুণীরে ॥

(১৭)

মাতৃবাক্যে বিমুখিয়া করি’ পরিণয় ।
 পণ্ডিতমণ্ডল-মণি-যেই মহাশয় ॥
 সকল বিষয়ে পটু অধ্যাপক-সিংহ ।
 ভাগীরথী তীরে নির্জ পরিকর সহ ॥
 দ্বিগিজয়ী দর্পকরী করিলেন দূর ।
 বন্দি সেই নবদীপ-চন্দ্র সুমধুর ॥

(১৮)

নব ধণ্ড মাঝে যত হয় শাস্ত্রবিৎ ।
 প্রতি প্রতি ছায় তন্ন পূজায়ে পণ্ডিত ॥

শ্রীগৌরঙ্গ-লীলাসার ।

বিদ্যার প্রভাবে যিনি জিনেন সবারে ।
জ্ঞানের মুরতি গৌর, সদা নমি তাঁরে ॥

(১৯)

অদ্বৈত প্রমুখ যত সজ্জন মহান ।
করি সদা ভক্তিচর্চা হরিগুণ-গান ॥
লভিলেন কৃপাকণা ঘাঁহার অপার ॥
নিত্যানন্দ আবির্ভাবে ঈশভাব ঘাঁর ॥
দাক্ষিণ্য-মণ্ডিত সেই নয়ন-আরাম ।
ছয়-বাহু শ্রীচৈতন্য চিস্তি অবিরাম ॥

(২০)

অহো ! যিনি কুস্মরূপ করিয়া ধারণা ।
সহসা মুরারি গুপ্তে করেন করুণা ॥
ব্যাসার্চনা কালে মাতি' বলদেব-ভাবে ।
ঘাটিলেন-মধু, স্মরি সেই গৌরদেবে ॥

(২১)

শ্রীঅদ্বৈত বিভূ ঘাঁরে সহ নিজগণ ।
কৃষ্ণমন্ত্রে করিতেন প্রত্যহ অর্চন ॥
শ্রীবাস-মন্দির-নিধি সজ্জন-শরণ ।
পূর্ণতত্ত্ব সে গৌরঙ্গ স্মরি অনুক্ষণ ॥

(২২)

যেই মহাপ্রভু নিজ গুণ প্রদর্শনে ।
বিশোধিয়া শ্রীবাসের পালিত যবনে ॥
করিলেন তারে ভক্তিমান প্রেমমত্ত ।
বিষয়ে আসক্তিহীন, স্মরি তাঁরে নিত্য ।

(২৩)

অহো রামরূপধারী যেই গুণমণি ।
হইলেন সখী মুরারির স্তব শুনি ॥
মুকুন্দে কুমঙ্গ হ'তে করিলেন ত্রাণ ।
স্মরি শুদ্ধ ভক্তিদাতা সেই মহাপ্রাণ ॥

(২৪)

শ্রীনিতাই হরিদাসে যেই ভগবান ।
করিলেন অন্নমতি দিতে কৃষ্ণনাম ॥
সাধারণ প্রাণিচয়ে, ফিরি দেশে দেশে ।
করুণার অবতার স্মরি সে পুরুষে ॥

(২৫)

অগ্রজের সহ যিনি গিয়া শান্তিপুরে ।
ধর্মধ্বজী সুরাপায়ী তও সন্ন্যাসীয়ে ॥
শিখা'লেন শুদ্ধ তত্ত্ব শ্রীললিতপুরে ।
স্মরি শুদ্ধ ভক্তিনিধি শিবদ সে গোঁরে ॥

(২৬)

অবৈতবাদিতা আর শঠতা আশ্রিত ।
অবৈতের পৃষ্ঠ করি' সহস্রা তাড়িত ॥
প্রেমে ভক্তি-পথগত করিলেন তাঁরে ।
যেই সুবিমল, স্মরি সেই মায়াহরে ॥

(২৭)

শেখর-ভবনে করি' শ্রীমুর্তি ধারণ ।
ভজন-নিরত জনে সহস্র অর্পণ ॥

ভক্ত-বিজয়ের ত্রাণ দেখায়ে বিভূতি ।
করিলেন যিনি, আরি সেই সর্বশক্তি ॥

(২৮)

ক্ষণদার অবসানে নিদ্রা পরিহার ।
স্নানান্তে ভোজন, পরে গোক্রমে বিহার ॥
গ্রামে গ্রামে বিচরণ, নাম-সংকীৰ্ত্তন ।
যামিনীতে অল্প নিদ্রা যথারীতি ক্রম ॥
করিতেন যিনি ভক্ত সহ প্রতি যামে ।
ভজন-সুখদ তাঁরে আরি রাত্রি দিনে ॥

(২৯)

সহ শ্রীনিবাস আদি সংকীৰ্ত্তন-গণ ।
জগৎ আনন্দ আদি পতিত ব্রাহ্মণ ॥
সবার হৃদয় করিলেন প্রেমময় ।
যেই গৌর, আরি সেই পররসাত্মক ॥

(৩০)

ভক্ত সেদ পুলকাক্র আদি অষ্ট ভাব ।
প্রকাশিয়া শিখাতেন প্রেমের স্বভাব ॥
করিতেন ভক্তি ব্যাখ্যা সজ্জন সভায় ।
করিতেন তাহাদের জোষ করুণায় ॥
স্বজন-কলুষ-জ্ঞাস্তি-তনু সেই গোঁরে ।
মলীমস রে মানস সতত শররে ॥

(৩১)

সংকীৰ্ত্তন-রিপু চাঁদকাজিরে শোধিয়া
নবদ্বীপে ষাবতীর নগর ভূমিয়া ॥

করিলেন বারম্বার শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন ।
 সহন্যেত্যাগীস গীত কলুষ-নাশন ॥
 নটন-বিবশ দীর্ঘবাহু গৌরহরি ।
 স্মরণে পাষণ্ড মন ! ছাড়িয়া চাতুরি ॥

(৩২)

শ্রীমুরারি গুপ্ত, গঙ্গাদাস, শ্রীশ্রীধর ।
 আদি যত ভক্ত, ব্রহ্মচারী গুরুদ্বন্দ্বর ॥
 ষাঁহার প্রণয়ে হইলেন প্রেমরত ।
 শ্রীল নারায়ণী ষাঁর উচ্ছিষ্টের ভক্ত ॥
 পরম পুরুষ কমলীয়-বপু তাঁরে ।
 রে পামর মন ! স্মর সদা সমাদরে ॥

(৩৩)

শ্রীবাসের প্রণয়েতে হইয়া বিবশ ।
 তাঁরই মৃত পুত্র মুখে শুভ তত্ত্ব-রস ॥
 শুনাগেল তাঁরে, আহা ! কি জানি কেমনে ।
 অর্পিলেন শুভ মতি তাঁর দাসগণে ॥
 যে পরাত্মা কুহক-রহিত শ্রীগৌরাঙ্গ ।
 জীব-নিস্তারক, তাঁরে বন্দ মনোভূঙ্গ ॥

(৩৪)

সংকীর্ণনে গোপীভাবে হইয়া উদাস ।
 লভি বাদ্যসকল জড় ছাত্র পরিহাস ॥
 দণ্ড-হস্তে তাহাদের করিলে তাড়ন ।
 সে সুচেরা করে ষাঁরে বৈরি-আচরণ ॥

সেই গৌর দিব্যসিংহ নাস্তিক-দমনে ।
ভক্তিতরে নিরন্তর স্মরি মনে মনে ॥

(৩৫)

তাদের হুরিত দূর করিবার তরে ।
কেশব ভারতী ঠাঞি কাটোয়া নগরে ॥
লইলেন ত্রাসলিঙ্গ শুভ মাঘ মাসে ।
পণ্ডিত ঋষভ যেই চতুর্বিংশ বর্ষে ॥
কেশহীন সেই দণ্ড হস্ত মায়ার ।
শ্রীচৈতন্যচাঁদ চিন্তি চিন্তে নিরন্তর ॥

(৩৬)

নিত্যানন্দ প্রণয়ের হ'য়ে বশগত ।
করিলেন গৃহত্যাগ স্বজন সহিত ॥
নবদ্বীপ হ'তে যিনি ভ্রমিতে ভ্রমিতে ।
যাইলেন পুণ্য শান্তিপুর নগরেতে ॥
বৃন্দাবন গমনেচ্ছামাধা তনু যার ।
স্মর মন ! সেই রাধাকৃষ্ণ অবতার ॥

(৩৭)

শচীদেবী শান্তিপুরে হ'য়ে সমানীতা ।
তনয়ের ভাব দেখি' হর্ষে বিষাদিতা ॥
ভিক্ষা দিয়া পুত্রস্নেহ পূরিত অন্তরে ।
রাখিলেন কতদিন তথায় যাঁহারে ॥
জননী আদেশে যিনি পুণ্য পরীধামে ।
করিলেন সুখে বাস অতিম জীবনে ॥

ভ্রমণ-বুশল সেই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
 শ্রীসিরাজে স্মরি মন হও আজি ধন্য ॥

(৩৮)

নিত্যানন্দ শ্রীজগদানন্দ দামোদর ।
 দত্তজ মুকুন্দ লীলাগানেতে তৎপর ॥
 শ্রীগৌরঙ্গ শ্রীচরণ সরোরুহ-লীন ।
 ভক্ত-ভূক্ত এই সব পণ্ডিত প্রাচীন ॥
 যার সহ করিলেন শ্রীক্ষেত্র গমন ।
 • স্মরি তাঁর পদাম্বুজ ভুবন-পাবন ॥

(৩৯)

তাজি' গঙ্গাকুলস্থিত জনপদ সবে ।
 ছত্রভোগে দেখিলেন অমূল্য শিবে ॥
 'রমণ বিপিনে গোপীনাথ ক্ষীরচোরে ।'
 আশ্বরূপী শ্রীগোপাল কটক নগরে ॥
 'যেই ভক্তমূর্তি গৌর স্বভজনপর ।
 তাপিত মানস ! তাঁরে সদা ধ্যান কর

(৪০)

শৌবারণ্য একাম্বকানন যুর নাম ।
 তথায় ভুবনেশ্বরে করিয়া প্রণাম ॥
 দণ্ড তাজি' গেলে কপোতেশ্বর নগরে ।
 নিতাই ভাঙ্গেন তাহা সেই অবসরে ॥
 কপট মানব যেই ভক্তরূপ ধর ॥
 সে গৌরঙ্গগুণগাথা শ্রবণে অন্তর ॥

(৪১)

দণ্ডভঙ্গে, তখনি সরোষ-ভাণ করি' ।
 গেলেন নীলাদ্রি ভক্তবৃন্দ পরিহরি ॥
 শ্রীমন্দিরে কৃষ্ণরূপ করি নিরীক্ষণ ।
 হইলেন মহাভাগবত সেইক্ষণ ॥
 দণ্ডহীন যেই গৌর কনক বরণ ।
 স্মরণে অবোধ মন ! তাঁরে অনুক্ষণ ॥

(৪২)

মহাভাবাবেশ যার হইলে প্রকাশ ।
 সেবিতেন সাক্ষীভৌম করিয়া প্রয়াস ॥
 মায়াবাদ আদি তাঁর অনর্থ বিপুল ।
 কৃপা করি' যিনি করিলেন বিনিমূল ॥
 হ'লেন বৈষ্ণব তিনি যার করুণায় ।
 বেদতত্ত্ব প্রচারক স্মরি সে গোরায় ॥

(৪৩)

কিছুদিন করি' বাস শ্রীপুরুষোত্তমে ।
 দাক্ষিণাত্য যাত্রা করি কুর্শক্ষেত্র গ্রামে ॥
 শ্রীল বাসুদেবে কুষ্ঠাময়ে উদ্ধার ।
 করিলেন যেই গৌরপ্রেম অবতার ॥
 অর্পিলেন রামানন্দে গোদাঘরী তীরে ।
 প্রেমসিদ্ধু-সুধারাশি বিজয়নগরে ॥
 সর্বজন সুখকর যেই গৌরহরি ।
 সেই মূর্তিমান তীর্থ নিশিদিন স্মরি ॥

(৪৪)

দেশে দেশে প্রেম দিয়া সজ্জন সমাজে ।
 চারি মাস রঙ্গক্ষেত্রে ভটপল্লী মাঝে ॥
 বাস করি, তথাকার ভট্টাচার্য্যগণে ।
 করিলেন কৃষ্ণভক্ত সদালাপ গুণে ॥
 শ্রীগোপাল-গৃহবাসী যেই স্বধনিধি ।
 সেই শ্রীগৌরান্দ গুণ গাই নিরবধি ॥

(৪৫)

ভজন-বিহীন বৌদ্ধ জৈন সম্প্রদায় ।
 মায়াবাদ-হৃদ-নিপতিত সমুদায় ॥
 শুদ্ধ ভক্তি প্রচারিয়া ভজন কুশল ।
 করিলেন সশক্তিতে যেই প্রেমাচল ॥
 নানামত বাদীর পাবন সে চৈতন্য ।
 চরণ চিত্তিয়া মন হও আজি ধন্য ॥

(৪৬)

বিমল আনন্দ কলি কলুষ নাশন ।
 দাক্ষিণাত্য বাসিবৃন্দে করি বিতরণ ॥
 শ্রীব্রহ্ম সংহিতা কৃষ্ণকর্ণামৃত আর ।
 অধনিলেন ভজনের গ্রন্থ সর্সসার ॥
 আলালনাথের পথে নীল নগোপরে ।
 যাইলেন কৃষ্ণদাস সহ তার পরে ॥
 ভক্তের পালক যেই সদানন্দ মতি ।
 সেই গৌরা পদে মন ! কররে প্রণতি ॥

(৪৭)

শোধিত সুবর্ণ বর্ণ যেই গৌরহরি ।
 দ্বিজকাশী মিশ্রালয়ে অবস্থিতি করি ॥
 শ্রীধরুপ আদি যত নিজজন সহ ।
 বিলাতেন সর্বজীবে নাম অহরহ ॥
 প্রফুল্ল-মুরতি সেই দয়াল গৌরঙ্গ ।
 স্বগণ সহিত স্মর মম মনোভূঙ্গ ॥

(৪৮)

নীলাচল-নাথ কৈলে রথে আরোহণ ।
 তদগ্রে করিয়া নৃত্য হরি সংকীৰ্ত্তন ॥
 গজপতি আদি সব সেবক জনারে ।
 দ্রবীভূত করিলেন প্রেমানন্দ ভরে ॥
 ভাবময়, আশ্বানন্দ-মূর্তি যেই গোরা ।
 স্মরি তাঁরে নিরবধি হ'য়ে আত্মহারা ॥

(৪৯)

উৎকালের তত্ত্ববৃন্দে রাখিয়া সদেশে ।
 যেই শচীসুত যাইলেন গোড়দেশে ॥
 অশেষ গুণের নিধি ভুবন-পাবন ।
 শ্রীগৌরচরিত-সুধা পাশ কর মন ॥

(৫০)

শ্রীবাসে কুমারহটে দরশন করি' ।
 কাকনপলীতে বাসুদেব-দন্তে হেরি ॥
 রাঘব পণ্ডিতে দেখি' পানিহাটী গ্রামে ।
 শাস্তিপু্রে যান যিনি, স্মরি সেই ধনে ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলাসার ।

(৫১)

নবদ্বীপ অন্তর্গত শ্রীবিদ্যানগরে ।
বিদ্যাবাচস্পতি গৃহে যান তার পরে ॥
তার পর কুলিয়ায় মাধব-ভবনে ।
যান যিনি, ভজমন ! সেই গৌর-ধনে ॥

(৫২)

কুলিয়ায় মহাপ্রভু করিলে গমন ।
করি দৈত্বে ভাব আর শুদ্ধ ভক্তার্চন ॥
লভিলেন দেবানন্দ ষাঁহার করুণা ।
রূপ ধন জন বিদ্যাকূলে যা মিলে না ॥
অমানী পণ্ডিত জন শুদ্ধ ভক্তিভাবে ।
পান যারে, ভজমন ! সেই গৌরদেবে ॥

(৫৩)

বৃন্দাবন দর্শনের কপটতা করি' ।
গৌড়ে গিয়া জননীর শ্রীচরণ হেরি' ॥
রূপ সনাতনে সাহ হোসেন কবলে ।
করি' পরিত্রাণ পুনঃ গেলেন উৎকলে ॥
স্বতন্ত্র পরাঙ্গা যেই শ্রীগৌরাঙ্গ-হরি ।
উকত তারিতে দুঃখমতি, তাঁরে স্মরি ॥

(৫৪)

অগণিত নরসঙ্গ করি' বিবর্জন ।
একমাত্র বলভদ্রে করিয়া গ্রহণ ॥
ঋক্ষ ব্যাঘ্র আদি জ্ঞানহীন পশুগণে
ভক্তিরসে মত্ত করি' বিজন কাননে ॥

যাইলেন যিনি দৃঢ় চিত্তে বৃন্দাবনে ।
পশুমতি-হারী সেই দেবে ভাবি মনে ॥

(৫৫)

বৃন্দাবনে শ্রীযমুনা গিরি গোবর্দ্ধন ।
বৃষভানুপূর আদি করি' দরশন ॥
বিবশ হইয়া ভাবে, পূর্ব ক্রীড়া স্মরি' ।
মুচ্ছ প্রাপ্ত হইলেন যেই গৌরহরি ॥
তথা হ'তে বলভদ্র সেই হেতু যারে ।
করেন প্রেরণ সযতনে স্থানান্তরে ॥
ভকত জনার বশ দীনমূর্তি তাঁরে ।
ধ্যানকর মন ! ভবসিদ্ধ তরিবারে ॥

(৫৬)

সৌভাগ্যের বশে কতিপয় শ্লেচ্ছজন ।
উৎকৃষ্ট সে ভাবাবেশ করি' নিরীক্ষণ ॥
লভিলেন যার রূপা স্মৃতির বলে ।
হইলেন হরিভক্ত যার প্রীতিফলে ॥
জন্মপাপ-বিনাশন পুণ্যতনু তাঁরে ।
স্মর মন ! অনিত্য এ ভব পারাবারে ॥

(৫৭)

পূণ্যতীর্থ জাহ্নবী যমুনা সন্মিলনে ।
শ্রীরূপেই অর্পিলেন পরম যতনে ॥
পর-রস-ময়ী বিদ্যা-রত্ন মহাধন ।
রত্নভে শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ভকতি রতন

শাস্ত্র-মূর্তি যেই গৌর রসগুরুমণি ।
মনোনেত্রে হুরি তাঁর চরণ দুখানি ॥

(৫৮)

কেবল অদ্বৈতবাদী প্রেম-বিরহিত ।
কাশীর সন্ন্যাসীগণে করিয়া প্লাবিত ॥
করণার বৃশে হরি-প্রেম-সিদ্ধ-নীরে ।
সনাতনে বিষ্ণু-ভক্তি-স্মৃতি রচিবারে ॥
সাধুশক্তি অর্পিলেন যেই গৌরহরি ।
সাধকবৃন্দের সেই গুরুদেবে স্মরি ॥

(৫৯)

তদন্তর শঙ্করের শিষ্যচয় মিলি' ।
'গৌরান্দ-প্রণতি-পরাস্থখে ধিক্' বলি' ॥
বহু নিন্দা করি' শুক তর্কদ্বন্দ্বনে ।
ভাসীশ সমাজে মহাপূজা কৈল য়ারে ॥
স্মর সেই সন্ন্যাসী-অর্চিত চাঁদ-গোরা ।
স্বস্থ-মথনানন্দ মূর্তি মনচোরা ॥

(৬০)

পুরুষোত্তমে পুনরায় করি' আগমন ।
কৃষ্ণ কথারসে করি' ভক্ত বিনোদন ॥
সার্বভৌম, বাহুদেব, রায় রামানন্দ ।
প্রমুখ সৃজন যত হরিভক্তবৃন্দ ॥
সহস্রখে প্রেমালোকে অনেক বৎসর ।
করিলেন অতিপাত যে গৌরসুন্দর ॥
শ্রীহরি প্রসঙ্গরসায় সেই নিধি ।
ত্রিতাপ তাপিত চিত্ত ! স্মর নিরবধি ॥

(৬১)

বিধি শিবরূত য়ার পঙ্কজ চরণ ।
দেখিতে বর্ষান্তে অধৈতাদি মহাজন ॥
রথযাত্রা কালে আসিতেন গোড় হ'তে ।
লভি' মহানন্দ, ফিরিতেন স্বদেশেতে ॥
গোড়ীয়জনের নিত্য সুহৃদ রতন ।
যতীন্দ্র পুরুষ সেই স্মর পাপীমন ॥

(৬২)

কামিনীর সম্ভাষণ আদি দোষ যত ।
অগৃহী বৈষ্ণব যাতে হয় নিপতিত ॥
আশ্রয়ত-বাদিচয়ে রক্ষিতে তাহাতে ।
বর্জিলেন হরিদাসে অতি গুহ্য পাপে ॥
সামুদ্রমুখি যেই গৌর হ'য়ে হরষিত ।
বিমলচরিত-তঁারে স্মরি অবিরত ॥

(৬৩)

দৈববশে লভি' জন্ম অল্পতম কুলে ।
আচার্য্য হইতে পারে তত্ত্বজ্ঞান বলে ॥
প্রহুয়গ্নে এই তত্ত্ব করেন জ্ঞাপন ।
অত্যন্ত করুণাবশে যেই গৌরধন ॥
জড়তাবিহীন গুণমধুকর তঁারে ।
স্মরি সদা জড় মোহ বিনাশের তরে ॥

(৬৪)

ভজনে সম্ভষ্ট হ'য়ে বাৎসল্যের বশে ।
প্রবল করুণাবলে রঘুনাথ দাসে ॥

ভজনের তত্ত্বজ্ঞান শ্রীমুখে অর্পণ ।
 হরিদাসে শিস্কৃতীয়ে অতিমে স্থাপন ॥
 করিলেন সেবক-সুহৃদ যেই গোরা ।
 স্মরি তাঁরে হ'য়ে তাঁর গুণে আত্মহারা ॥

(৬৫)

কলি-পাপ-কুপ-গত গুরুনিন্দাকারী ।
 উপেক্ষিয়া অনুক্ষণ রামচন্দ্রপুরী ॥
 যেই শচীসুত ফৈলা অমোঘে স্বীকার ।
 হরিজন কুপালেশ ছিল ব'লে তাঁর ॥
 পাপাত্মার দণ্ডকারী ভকত পালন ।
 নম স্মৃতিপথে তিনি করন ভ্রমণ ॥

(৬৬)

ক গুরুস প্রসিদ্ধিত প্রভু সনাতনে ।
 নীরোগ করেন যিনি কৃপা পরশনে ॥
 'জগন্নাথ-রথচক্রে ত্যজিব জীবন' ।
 ইত্যাকার বুদ্ধি তাঁর করিয়া শোধন ॥
 অসীম-শক্তি সেই নবরীপেশ্বর ।
 ভবরোগ নাশহেতু স্মরি নিরন্ত ॥

(৬৭)

'পাপকন্ঠে যেই ধন হয় উপার্জন ।
 ধার্মিক সতত তাহা করিবে বর্জন ॥'
 ভবানন্দ আদি নিজ জনে এই জ্ঞান ।
 শিক্ষা দিয়া গোপীনাথে রাজদণ্ডে ত্রাণ ॥

করিলেন যেই ভদ্রমূর্তি গৌরহরি ।
স্বজন-কল্যাণকর তাঁরে সদা স্মরি ॥

(৬৮)

স্বদেশ হইতে সম্প্রেষিত বারবার ।
স্বভক্ত-রাঘব দত্ত ভোজ্য উপহার ॥
ভুঞ্জিতেন সমাদরে যেই পরাংপর ।
স্মর মন ! সেই-গৌরচন্দ্রে নিরন্তর ॥

(৬৯)

জগৎ-আনন্দ-দত্ত তৈল চন্দনাঢ়ি ।
না করিয়া অঙ্গীকার যিনি নিরবধি ॥
পালিতেন সন্ন্যাসীর পশ্ম আচরণ ।
স্মর মন ! সে গোরার রাতুল চরণ ॥

(৭০)

জগৎপ্রাথ শ্রীমন্দিরে গুরুড সদনে ।
প্রসিক্ত স্তম্ভের পাশে প্রেমে একমনে ॥
স্ববিরা মহিলা এক করেন দর্শন ।
বুদ্ধরূপ, যার স্নেহে করি' আরোহণ ॥
নির্মূল-চরিত্র সেই সমৃদ্ধি হৃদয় ।
শ্রীগৌরাঙ্গে স্মর মন ! যাবে ভবভয় ॥

(৭১)

শ্রীপরমানন্দে গুরুভক্তি হুমধুর ।
সেবারত শ্রীগোবিন্দে করুণা প্রচুর ॥
প্রিয়বর শ্রীস্বরূপ পরমা পীরিতি ।
করিতেন যেই গৌরহরি মহামতি ॥

ভূরন-আনন্দ সেই শ্রীশচীনন্দন।
নিত্য মম স্মৃতি পথে করুন ভ্রমণ ॥

(৭২)

কৌশীন উপরে আছা ! অতি সুশোভন !
অরুণ বরণ-বাস করি' আচ্ছাদন ॥
চারু অঙ্গে কাকন-গিরির শোভা ধরি'।
জপিতেন রাধাকৃষ্ণ ছনয়নে বারি ॥
যে মোহন গোড়েশ্বর শচীর তনয়।
নিত্য স্মৃতি মার্গে মম হউন উদয় ॥

(৭৩)

নগরের পথে পথে ভক্তগণ সহ।
উচ্চ-স্বরে হরিনাম করি' অহরহ ॥
মন্দ মন্দ নৃত্য করি' আনন্দের ভরে।
বলি' "বল হরি হরি" নগরবাসীরে ॥
বিলাতেন প্রেম সেই শচীর কুমার।
স্মৃতিপথ মম, পথ হউক তাঁহার ॥

(৭৪)

বৎসবতী করুণার হ'য়ে বশীভূত।
শাস্ত্রের রহস্য পূর্ব-সুধী অবিদিত ॥
প্রেম-ফলান্বিত ক্রতি গুঢ় তত্ত্বদশ।
সদয় হৃদয় যিনি করেন প্রকাশ ॥
অমাত্যুধী বিদ্যাবলে, সে শচীহুলাল।
স্মৃতিমার্গে বিরহিল মন চিরকাল ॥

(৭৫)

“এই বিধে একমাত্র তত্ত্ব হরি ;—বলি’ ।
 আদ্য দিলেন শিক্ষা—“সর্বশক্তিশালী ॥
 সেই হরি ; রসের সাগর রসময় ; ।
 বিভিন্ন অংশক তাঁর পরানী নিচয় ; ॥
 প্রীতির পাশমুগ্ধ জীব কতিপয় ; ।
 প্রকৃতি-কবল-গত অবশিষ্ট হয় : ॥
 চরাচর ভেদাভেদ প্রকাশ তদীয় ; ।
 সাধন বিভুদ্ধভক্তি বদ্ধজীবশ্রেয়ঃ ; ॥
 সাধ্যবস্ত তাঁর প্রীতি ;—বিশ্বপ্রেমে মজ্জি’ ।
 যেই গৌর তত্ত্বসিদ্ধ, সদা তাঁরে ভজি ॥

(৭৬)

“ব্রহ্মা আদি ভগবৎ প্রিয় অনুচর ।
 মুখে শিথিলেন যত শিষ্ট ঋষিবর ॥
 যেই বেদ, স্বতঃসিদ্ধ তাহাই প্রমাণ ।
 তাহার প্রমাণ কেহ করে না সন্ধান ॥
 সেই বেদ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ সহিত ।
 করিতেছে প্রতিপন্ন লাগি’ জীবহিত ॥
 চিন্তাতীত নববিধ প্রেমের বিষয় ।
 প্রদেশিতে যাহে যুক্তি শক্তিহীন হয় ॥”

(৭৭)

“প্রজাপতি, পঞ্চানন, সুরেশ বন্দিত ।
 তত্ত্ব এক হরি ; উপনিষদ উদিত ॥

(৩)

ব্রহ্ম, অঙ্গকান্তি তাঁর ; জগদনুগত ।
 বিশ্বপিতা পুরমাত্মা, তাঁরই অংশভূত ; ॥
 তিনি সেই রাধাকান্ত চিহ্নদয় ধনি ।
 ভগবান কৃষ্ণ নব-নীরদ-বরণ ॥”

(৭৮)

“শক্তি আর শক্তিমান না হয় বিভিন্ন ।
 হরি আর পরাশক্তি সত্যত অভিন্ন ; ॥
 তথাপি বিকারহীন যেই ভগবান ।
 ত্রিপদিকাশক্তি চিদচিৎ জীব নাম ॥
 সকল বিষয়ে সদা করেন প্রেরণ ।
 জয় ! আত্ম-তত্ত্ব সেই পুরুষরতন ॥”

(৭৯)

“আহ্লাদিনী পুণ্ড্রবশে বিনোদনে’রত ।
 আহ্লাদক রূপ কৃষ্ণ থাকেন সত্যত ; ॥
 সঙ্গিত-শক্তি-প্রকাশিত রহস্তের ভাবে ।
 রসিত সে জ্ঞানমূর্তি থাকেন স্বভাবে ; ॥
 সন্ধিনী শক্তিজাত চিক্রাম সমূহে ।
 সত্তার মুরতি যথ রসাদি প্রবাহে ; ॥
 এইরূপে সেই ব্রজরসের বিলাসী ।
 ব্রজমাঝে শোভাপান শক্তি পরকাশি ॥”

(৮০)

“হরি অগ্নিরাশি, জীব ফুলিপের ত’র ।
 কিরণের কণা জীব, হরি সূর্য্যপ্রায় ॥

‘শক্তি আর শক্তিমানেনে নাহি কোন ভেদ’ ।

এই ভায়ে জীবে দেবে নাহিক প্রভেদ ॥

তথাপি সমান নয় অংশাণুতা তরে ।

হরিই ঈশ্বর এই বিশ্বচরাচরে ॥

প্রকৃতির পতি তিনি মায়া তাঁর দাসী ।

মায়া-বশ-যোগ্য জীব, মায়া সর্বনাশী ॥”

(৮১)

“স্বরূপ-গেয়ানহীন, আত্মস্থখরত ।

শ্রী কৃষ্ণবিমুখ দণ্ডযোগ্য জীব যত ॥

বদ্ধ হয় শ্রীহরির মায়ার প্রভাবে ।

সব্ব আদি গুণ জালে আপন স্বভাবে ॥

স্থল আর লিঙ্গ এই দুই আচরণে ।

অবিদ্যা, পাতক, পাপবীজ, ক্রেশ তিনে ॥

মহাকর্মান্বালানে বাধি বদ্ধজীবচয় ।

ভুঞ্জায় অনন্তকাল ত্রিদিবনিরয় ॥”

(৮২)

“ভ্রমিতে ভ্রমিতে জীব শ্রুতির বলে ।

হরিভক্তি বিগলিত বৈষ্ণব দেখিলে ॥

সেই মত আচরিতে রুচি জুনমায় ।

কৃষ্ণানুগীলনে তার মায়া কেটে যায় ॥

‘আপন স্বরূপ চিৎ-জ্ঞান মুক্ত হ’য়ে ।

স্থানিশ্রল প্রেমভক্তি আশ্বাদে অভয়ে ॥”

(৮৩)

“চিদচিৎ বিশ্ব,—হরিশক্তি পরিণাম ; ।

অসত্য, অনিত্যবাদ বিবর্তন নাম ; ॥

শ্রুতি-বিপরীত তাহা আর কলিমল ; ।

শ্রুতির সঙ্গত-নিঃতত্ত্ব সুবিমল—॥

ব্রহ্মের অভেদভেদ-এই চরাচর, ।

পরব্রজে নিত্যপ্রেম যাহে স্থিরতর ॥”

(৮৪)

“শ্রবণ, কীৰ্ত্তন, স্মৃতি, চরণ-সেবন, ।

পূজা, নতি, দাস্ত, সখা, আশ্র-সমর্পণ, ॥

শ্রদ্ধাবশে, এই নয় অঙ্গের সাধন ।

কিন্মা ব্রজে সেবালোভে, করয়ে যে জন ॥

অবগ লভিবে সেই নিত্য নিরমল ।

কৃষ্ণপ্রেম ভক্তিরস মধুর উজ্জ্বল ॥”

(৮৫)

“স্বরূপেতে স্থিতিকালে হয় স্নিগ্ধ্য ।

মধুর রসের ভাব জীবের উদয় ॥

ক্রমে ‘ব্রজে রাধাকৃষ্ণ স্বজন কিস্কর’ ।

এই ভাব ধরি’ সদা হৃদয় ভিতর ॥

পরানন্দ শ্রীকৃষ্ণেতে প্রীতি উপজয় ।

অতুল সম্পদ সুখ জগতেতে হয় ॥

বিলাসাখ্য ভক্তে লভি’ দাস্ত অধিকার ।

ভাগ্যবান জীব অহো ! তারয়ে সংসার ॥”

(৮৬)

“কে প্রভু ? কে জীব ? জড়ময় বিশ্ব কেন ?

তিন অর্থ সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন ॥

বিচারিয়া সূচতুর শাস্ত্র-বিদ্য নর ।

হয় শীঘ্র শ্রীহরির ভজন-তৎপর ॥

প্রেমেতর ফলপ্রদ সৰ্বধন্য ত্যজি' ।
 সৰ্ব অপরাধ মুক্তি আশা পরিত্যজি' ॥
 হরিদাস করে পান হরিজন সহ ।
 হরি নামানন্দরস স্থখে অহরহ ॥”

(৮৭)

এই তত্ত্ব দশমূল সেবিবে যে নর ।
 অবিদ্যা আময়ে ত্রাণ পাইবে সত্ত্বর ॥
 হরিতে একান্ত ভাব ক্রমে পুষ্ট হবে ।
 সাধুসঙ্গ বলে মনে তুষ্টি উপজিবে ॥

(৮৮)

ভক্তবৃন্দে এইরূপ উপদেশ দিয়া ।
 নেত্রনীরে দীর্ঘোজ্জ্বল বপু ভাসাইয়া ॥
 অতুল ভুবন-বন্ধু যে আনন্দময় ।
 বকিতেন কাল, সেই শচীর তনয় ॥
 নিত্য মম স্মৃতিমার্গে করুন ভ্রমণ ।
 চিত্তের জ্বিতাপ রাশি করি' নিরূপণ ॥

(৮৯)

তত্ত্বজ্ঞানী দয়াবান পাশ্চাত্য জাতির ।
 দীক্ষহীন অকপট উৎকলবাসীর ॥
 সৰ্ব বর্ণাশ্রমভাক্ গৌড়ীয়ে গতি ।
 যেই শচীসুত তাঁর চরণে প্রণতি ॥

(৯০)

স্বপতি-বিরহ আৰ্ত্ত অহো ! মিশ্রাবাসে ।
 দীর্ঘতর করপদ সন্ধিস্থ বশে ॥

বাহুল মানস, তুহু বসুধালুপ্তিত ।

গদ গদ ভাষী নেই শ্রীশচীর স্মৃত ॥

‘নিত্য মম স্মৃতি নভে হউন উদয় ।

উজলি’ তিমিরাতুত সেবক হৃদয় ॥

(৯১)

কি আচর্য্য ! বন্ধুদ্বার উপল ভবন—।

বহির্ভাগে আসি, ‘করি’ প্রাচীর লঙ্ঘন ।

কালিঙ্গ ধেনুর গোষ্ঠে হ’লেন পতিত ।

‘হস্তপদ সঙ্কোচিয়া কচ্ছপের মত ॥

অমান বশন্তি যার সে শচীনন্দন ।

নিত্য মম স্মৃতিমার্গে করুন ভ্রমণ ॥

(৯২)

বিরহ-ব্যাকুল অহো ! আরি’ বৃন্দাবন ।

কাদি’ রুধিরাক্ত হ’য়ে ধবিয়া আনন ॥

‘বল বল বল কোথা কৃষ্ণকান্ত মম ?’ ।

এইরূপে প্রলাপেন যেই নরোত্তম ॥

সেই শচীমুত-শ শী উঠি মনোরথে ।

উজলুন বিদ্যাকাশ শোভি’ স্মৃতিপথে ॥

(৯৩)

পর্য্যোধির প্রসারিত সৈকত পুলিনে ।

চটক পক্ষতে, গোষ্ঠে গোবর্দ্ধন ভ্রমে ॥

স্বজন সহিত যিনি নিরীক্ষণ তরে ।

যাইলেন দ্রুতগতি সানন্দ অন্তরে ॥

স্মৃতিনভে উদি’ সেই শ্রীগৌরাঙ্গ-রবি ।

ন আলো কময় মম চিত্তাটবী ॥

মানবের মুখকর অঙ্কুশা বার ।
ভব-ক্লেপে রঘুনাথে করিল উদ্ধার ॥
শিলাসহ গুঞ্জা যিনি দিলেন তাহারে ।
প্রণমি সে গৌরচন্দ্রে সদা ভক্তি ভরে ॥

(১৫)

শুদ্ধ-ভক্তি-সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ-ভাবচয় ।
বিরসতা আদি রসাতাস যত হয় ॥
আর বহিমুখ সঙ্গ করি' পরিহার ।
প্রকুল-মানস যেই গৌরা সদাচার ॥
মুক্ত হু গোষ্ঠীতে নিত্য পাইতেন শোভা
প্রণমি সে গৌরা জগ-জন-মনোলোভা ॥

(১৬)

বহিরঙ্গ জনে বিতরিয়া বিষ্ণু নাম ।
লভিলেন যিনি কলিধাবন স্নানাম ॥
প্রেমরস অন্তরঙ্গে করেন অর্পণ ।
ভক্তিভরে নমি সেই গৌরা প্রাণধন ॥

(১৭)

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামাশ্রিত যত দাস ।
করিয়া তাদের নাম অপরাধ নাশ ॥
ভাগ্যবান জনে যিনি পরাভক্তি দান ।
করিলেন, নমি সদা সেই মহাপ্রাণ ॥

(১৮)

নীলাময় বরবধু যে শচীতনয় ।
তুচ্ছকিংশ বধ হুহে করিয়া আশ্রয় ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ-লীলামার

যাপিলেন সমকাল সন্ন্যাস আশ্রমে ।

সে জগৎ-গুরু-পদ বন্দি সদা মনে ॥

(৯৯)

দরিদ্রে বসন আর ধন বিতরণে ।

ক্ষুধাতুর অতিথিরে অন্নাদি অর্পণে ॥

বিদ্যার্থীরে বিদ্যাদানে আনন্দ অপার ॥

লভিলেন যিনি তাঁরে স্মরি অনিবার ॥

(১০০)

প্রথম সন্ন্যাসে যিনি তীর্থযাত্রাছলে ।

যাপিলেন অর্কযুগ ভকতি বিস্তারে ॥

শেষ অষ্টাদশ বর্ষ পুরীবাস করি' ।

মায়াশ্রিত প্রকট-চরিত তাঁরে স্মরি ॥

(১০১)

হা! কি কষ্ট সমুদায় ভুবনবাসীর ।

গৌসীনাথ গৃহাঙ্গনে গৌরাঙ্গ-সুধীর ॥

সংকীর্ণনে মুগ্ধ করি' ভকত-নয়ন ।

সন্ধ্যাকালে করিলেন আত্ম-সংগোপন ॥

হা! কি কষ্ট বিশেষতঃ ভকত জনার ।

অপ্রাকৃত লীলা তাঁর স্মরি অনিবার ॥

(১০২)

এই গৌরগাথা যেই ভক্ত উচ্চৈঃস্বরে ।

সতত করিবে গান গলিত অন্তরে ॥

বিশেষতঃ গৌরতীর্থে, তাঁরে গৌরাপ্রাণ ।

যুগল ভজনে প্রেম করিবেন দান ॥

(১০৩)

চারশত ছয় গৌর অঙ্গে কান্তিকুতে ।
শ্রীভক্তিবিনোদ লীলা গায় গোত্রমেতে ॥

(১০৪)

ঈশ্বর প্রেম মধুরতা আত্মাদের ভরে ।
শ্রীনন্দনন্দন গোড়বিহার স্বীকারে ॥
সেই কৃষ্ণভানু-সুতা-পল্লব-চরণে ।
বিচিত্র এ লীলামৃত অর্পি এক মনে ॥

শিক্ষাপ্তক ।

(১)

মূল ।

চেতোদর্শনমা জ্ঞানং ভবমহাদাবাগ্নি নির্বাপনম্ ।
শ্রেয়ঃ কৈরবচশ্চিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্ ॥
আনন্দানুধিবর্জনং প্রতিপাদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্ ।
সর্বগ্নস্বপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংস্কীৰ্ত্তনম্ ॥
মনোময় মুকুরের মালিত্ব মার্জ্জন ।
ভয়ঙ্কর ভববহ্নি নির্বাণ কারণ ॥
শ্রেয়োহৃদয়ের ফুলচন্দ্রিকা কিরণ ।
বিদ্যাবধু সৃজনের জীবনতোষণ ॥
আনন্দ অনুধি নিত্য করে বিবর্তিত ।
প্রতিপদে পূর্ণ সূধা হয় আশ্বাদিত ॥
সংসার জনিত দোষ করিয়া ফলন ।
সর্ব আত্মা প্রেমরসে করে নিমগন

এই সপ্তপুণ্য সংচিदानন্দময় ।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রসু জয় ! জয় ! জয় ! ॥

(২)

মূল ।

নাশ্যামকারি বহুধা নিজ সর্দশক্তি ।

স্তত্রাপিতা নিয়মিত অরণে ন কালঃ ॥

এতাদৃশী তবকৃপা ভগবত্তম্যাপি ।

তুদৈবমীদৃশমিহাজানিনাতুরাগঃ ॥

বিবিধ প্রকার করিয়াছ নিজ নাম ।

তাতে সর্দশক্তি তুমি করেছ প্রদান ॥

অরণের তরে কাল নাই নিয়মিত ।

তোমার একুপ রূপা ওহে প্রাণনাথ ॥

আমার তুদৈব কিন্ত এমনই হইল ।

এহেন সহজ নামে রতি না জন্মিল ॥

(৩)

মূল ।

তপাদপি স্ত্রনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা ।

অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥

তু হ'তে আপনাকে অধম মানিবে ।

তরু হ'তে অতিশয় সহিষ্ণু হইবে ॥

অভিমানশূন্য আর মানদ হইলে ।

নামকীর্তনের যোগ্য হইবে সকলে ॥

(৪)

মূল ।

ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং

কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে ।

মম জগ্ননি জগ্ননীরে
 ভবভক্তিরহেতুকী হয়ি ॥ ১
 নাহি চাই বৈন জন, কবিতায় নাই মন,
 ওহে জগদীশ দয়াময় ।
 জনমে জনমে মম, তব পদে অনুপম,
 অহেতুকী ভক্তি যেন রয় ॥

(৫)

মূল ।

অয়ি নন্দতনুজ কিস্করং
 পতিতং মাং বিষমে ভবানুধৌ ।
 রূপয়া তব পাদপঙ্কজ—
 স্থিতধূলিসদৃশং বিচিস্তয় ॥
 ওহে নন্দমুত ! তব-অনুধি পতিত ।
 কিস্করের স্রুতি রূপা করিয়া বিহিত ॥
 ও পদ-পঙ্কজ-স্থিত-ধূলি-কণা সম ।
 ভাব মো'রে ওহে নাথ ! এই ভিক্ষা মম ॥

(৬)

মূল ।

নয়নং গলদক্রধ রায়া
 বানং গদগদরুদ্ধয়া গিরা ।
 পুলকৈক নিচিতিং বপুঃ কদা ।
 তব নাম গ্রহণে ভবিষ্যতি ॥
 তোমার পবিত্র নাম করিতে গ্রহণ ।
 অক্রবারিসিক্ত কবে হইবে নয়ন ॥
 স্রবভেদ, কণ্ঠরোধ কবে মোর হবে ।
 পুলকেতে কণ্টকিত তনু হ'ব কবে ? ॥

শ্রীগৌরঙ্গ-লীলাসার ।

(৭)

মূল ।

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতং ।

শ্রুতায়িতং জগৎসৰ্বং গোবিন্দ-বিরহেণ মে ।

গোবিন্দ বিরহে মোর, কি কব কি দুঃখ হোয়,

ভ্রমগুল শ্রুতপ্রায় হেরি ।

নিমেষে যুগের প্রায়, নেত্রজলে ভেসে যায়,

যেন বহে বরষার বারি ॥

(৮)

মূল ।

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিতৃষ্টু মা

মদর্শনান্মর্যহতং করো তু বা ।

• যথা তথা বা বিদধাতু লক্ষ্যট

মংপ্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ ॥

ও পদে পতিত দাসে করুন স্থখিত ।

অথবা চরণে পিষ্ট করুন সেবকে ॥

কিন্বা অদর্শনবাণে মরম-গীড়িত ।

যাহা ইচ্ছা হয় তাঁর করুন আমাকে ॥

তথাপি আমার প্রাণনাথ সে লক্ষ্যট ।

আর কেহ নয়—বলি হ'য়ে অকণ্ট

শ্রীগৌরঙ্গ-লীলাসার গোড়ীর ভাবায় ।

চতুঃশত দ্বাবিংশোক্তে পাবন আশয় ।

করিল রচনা অকিঞ্চন সত্যদাস ।

ভক্তবন্দ কর্তার দ্রুত বিনাশ ॥

